দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

টাঙ্গাইলে স্কুলভবন নদীতে ॥ পাঠদান ব্যাহত

প্রকাশিত: ১৫ - নভেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

নিজস্ব সংবাদদাতা, টাঙ্গাইল, ১৪ নবেম্বর ॥ টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার মোকনা ইউনিয়নের গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে একটি বাড়ির আঙ্গিনায়। আর সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া ওই বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে দক্ষিণ বেটুয়াজানী জামে মসজিদে। বন্যায় বিদ্যালয়টির স্থাপনা দুবার ধলেশ্বরীর পেটে চলে যাওয়ায় এমন দুর্ভোগের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে কার্যক্রম।

জানা যায়, বিগত ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নাগরপুরের গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিগত ২০০৪ সালে প্রথম ধলেশ্বরী নদী বিদ্যালয়ের ভবনটি ধসে যায়। বিগত ২০১৭ সালের বন্যায় দ্বিতীয় দফায় ধলেশ্বরী নদীতে আবার বিলীন হয় ওই বিদ্যালয় ভবন। এরপর থেকেই একটি বাড়ির আঙ্গিনা আর খোলা আকাশের নিচে চলছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান। আর ওই বিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম চালাচ্ছেন চারজন শিক্ষক। এছাড়াও তিনটি শ্রেণীর পাঠদান একই স্থানে চালানোর কারণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কেউই ভালভাবে কারো কথা শুনতে পারে না। একটু বৃষ্টি হলেই শিক্ষার্থীদের ছুটি দিতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের দুরবস্থার খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। স্থানীয় লোকজন ২৫ শতাংশ জমিও স্কুলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ওই টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট করা হলেও শিক্ষার্থীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। স্থানীয় অভিভাবক মোতালেব, রহিম, সুরুজ মিয়া, সফদের আলী জানান, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খোলা আকাশের নিচে আর অন্যের বাড়ির আঙ্গিনায় পড়ালেখা করছে, এটা খুবই কষ্টের। এ বিষয়ে গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজম আলী জানান, বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ বেটুয়াজানী জামে মসজিদে চূড়ান্ত মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। আগামী নতুন বছরের আগেই এ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ না করা হলে ছাত্রছাত্রী সঙ্কটে পাঠদান কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে নাগরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ ফয়েজুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়ের একটি টিনের ঘর তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষ পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ওখানকার কিছু লোক ২৫ শতাংশ জমিও দিয়েছে। সেখানে মাটি ভরাট করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিদ্যালয়ের জন্য একটি অস্থায়ী টিনের ঘর নির্মাণ করা হবে।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল:

janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com